আজকের কাগজ

16 SEP 1993

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নিয়ে সংসদে উত্তপ্ত আলোচনা

সরকারি দলের ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাস চলছে —বিরোধী দল

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে —সরকারি দল

কাগজ প্রতিবেদকঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনা নিয়ে গতকাল জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় সাংসদরা ছাত্রদলের কর্মিদের হাতে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাকে অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত ও দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছে, সরকারি দলের ছত্রচ্ছায়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর নগ্ন হামলাসহ সারাদেশে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। সাংসদরা অবিলম্বে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশসহ সন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে। তারা বলেছেন, দলীয় স্বার্থে নয় জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সকল দলের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস দমনে উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারি দলের প্রতি আহবান জানান।

পক্ষান্তরে সরকারি দলের সাংসদরা বলেছেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চলছে। প্রচলিত আইনে তাদের বিচার করা হবে। সরকারি দল আরো বলেছে, বিএনপি সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক। অপরাধী যেই হোক না কেনো তার বিচার অবশ্যই হবে। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।

কার্যপ্রণালী বিধির ৬৮ বিধি অনুযায়ী জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাংসদ আবুল কালাম আজাদ আনীত নোটিশের উপর বিরোধী দলের ভারপ্রাপ্ত নেতাসহ সরকারি ও বেসরকারি দলের ২৮ জন সাংসদ দীর্ঘ সোয়া চার ঘন্টা আলোচনা করেন। মাগরেব বিবৃতির পর শুরু হয়ে টানা সোয়া ১১টায় শেষ হয়।

আলোচনার সূত্রপাত করে আওয়ামী লীগের আবুল কালাম আজাদ বলেন, সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা শিক্ষাঙ্গন দখল করে রেখেছে। বর্তমান সরকার সন্ত্রাসীদের লালন পালন করছে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে একজন মন্ত্রী প্রশাসনকে যেভাবে প্রভাবিত করার প্রয়াস নিয়েছেন তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলেন, সন্ত্রাসীদের সপক্ষে তথ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপ সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এ অবস্থা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। আবুল কালাম আজাদ শিক্ষাঙ্গনের অসহনীয় পরিস্থিতি নিরসনে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানান।

বিরোধী দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসীদের হাতে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় সমগ্র জাতি বিপন্ন বোধ করছে। তিনি বলেন, সকাল ১০টা থেকে ছাত্রদল যে তাণ্ডব সেখানে চালিয়েছে তাতে মনে হয়নি দেশে কোন সরকার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য চেয়েও না পাওয়ার অভিযোগ করেছে। অথচ আজও সরকার এমন একটি দুঃখজনক ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে সংসদে সাফাই গাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের কারণে সারাদেশে শিক্ষাঙ্গন আক্রান্ত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের মূল আসামী শুক্রবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ইশারায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ডাকযোগে মামলা দায়ের করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় সরকারের ইঙ্গিতেই এটা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস দমনে বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে বিরোধী দলের নেত্রীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। আলোচনা হয়েছে। প্রস্তাবও নেয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আজও 'সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সংসদ নেত্রী অনুপস্থিত। এভাবে আলোচনা করে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। তিনি সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমনে উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারও হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতার করা সম্ভব না হলেও প্রচলিত আইনে বিচার হবে। মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ক্লাস শুরু করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। প্রচলিত আইনে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জাতীয় পার্টির মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর হামলার সমপরিমাণ দুঃখ পেয়েছি সন্ত্রাসীদের পক্ষে সরকারি দলের বক্তব্য শুনে।